শিক্ষা

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা (২০০৯-২০১২)

- জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার মাধ্যমে জাতিকে আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উন্নত করার পথচলায় শিক্ষাকে প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ।
- প্রাথমিক শিক্ষাকে জনসম্পদ গড়ার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে শিক্ষাখাতে সর্বাধিক বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণ।
- সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার মাধ্যমে এমডিজি-২ অর্জন এবং ছেলে ও মেয়ে শিশুর শিক্ষার সমান সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে এমডিজি-৩ অর্জনের লক্ষ্যে ন্যাশনাল প্ল্যান অব এ্যাকশন প্রণয়ন।
- প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন, বাধ্যতামূলক, গুণগত মানসম্পন্ন করা এবং এর সম্প্রসারণে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক মান উন্নয়ন। শিক্ষার হার বৃদ্ধি। ঝরে পড়ার হার হ্রাস।
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে ভর্তির ক্ষেত্রে লিঙ্গসমতা অর্জন।
- বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা নিশ্চিতে শিশু ও স্বাক্ষরতা জরীপ পরিচালনা।
- ২০১৪ সালের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ৯৯ দশমিক ৪৭ শতাংশ শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে ৩৬ হাজার ১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এসব বিদ্যালয়ে কর্মরত ১ লক্ষ ৫৫ হাজার ২৩ জন শিক্ষকের চাকুরী জাতীয়করণ করেছিলেন। ৪০ বছর পর বঙ্গবন্ধু-কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং এসব বিদ্যালয়ে কর্মরত ১ লক্ষ ৩ হাজার ৮৪৫ জন শিক্ষকের চাকুরী জাতীয়করণ করেন।
- দেশের শতভাগ প্রাথমিক শিক্ষার্থীর মধ্যে বছরের প্রথম দিন বিনামূল্যে চার রঙের ১০ কোটি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ।
- শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশব্যাপী অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন।
- দেশের দরিদ্র পরিবারের শতভাগ শিশু শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তির আওতায় আনয়ন।
- দারিদ্র্য ম্যাপ অনুযায়ী ৬৭টি উপজেলার ৯০ শতাংশ শিক্ষার্থী, ১২২টি উপজেলার ৭৫ শতাংশ শিক্ষার্থী, ১৪০টি উপজেলার ৫০ শতাংশ শিক্ষার্থী এবং ১৫৪টি উপজেলার ৪৫ শতাংশ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান।

- প্রাথমিক স্তরে উপবৃত্তি সুবিধাভোগী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৮ লক্ষ থেকে ৭৮ লক্ষ ১৮ হাজারে উন্নীত।
- দেশের অনগ্রসর ও ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত ৯০টি উপজেলায় ৬৮৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭ হাজার ৫৬১টি আনন্দ স্কুল প্রতিষ্ঠা। ৭ লক্ষ ৫০ হাজার হতদরিদ্র ও ঝরে পড়া শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি।
- নারীর ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে আনন্দ স্কুলগুলোর পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি পদে ৯০ শতাংশ এবং শিক্ষকের ৮৮ শতাংশ পদে নারী নিয়োগ প্রদান।
- শহর এলাকায় প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে লটারী পদ্ধতি চালুকরণ।
- শিশুদেরকে প্রারম্ভিক পর্যায় হতে শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু।
- ৫৬ হাজার ৭২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৮ লক্ষ ৫০ হাজার শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শাখায় ভর্তি।
- ২০১৩ সাল থেকে শতভাগ বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালুর উদ্যোগ গ্রহণ।
- দেশের সকল শিশুকে শিক্ষার আওতায় আনার লক্ষ্যে একীভূত শিক্ষা কার্যক্রমে স্পেশাল নীড চিল্ড্রেন, জেন্ডার, ট্রাইবাল চিল্ড্রেন ও ভালনারেবল গ্রুপ চিল্ড্রেন এ ৪টি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ।
- ঝরে পড়া ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষাদান কর্মসূচীর আওতায় ৭ লক্ষ শিশুকে শিক্ষাদান।
- দেশব্যাপী ৬ হাজার ৬৪৬টি শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ১ লক্ষ ৬৬ হাজার কর্মজীবী শিশুকে জীবিকামুখী দক্ষতা-প্রশিক্ষণ প্রদান।
- শ্রমজীবী শিশুদেরকে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষাদান।
- শহরের কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা ও জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান। ১ লক্ষ ২২ হাজার ১৫৬ জন শিক্ষার্থী মৌলিক শিক্ষা গ্রহণ। ২৭ হাজার ৮৩০ জন সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ। ৯০৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান। ৭ হাজার ২৩২ জন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ।
- স্কুল ফিডিং-এর আওতায় ৯৬টি দারিদ্র্যপীড়িত উপজেলার ২৮ লক্ষ শিক্ষার্থীর মধ্যে স্কুলে বিস্কুট বিতরণ। স্থানীয় উদ্যোগে ২৮৩টি বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল বিতরণ।
- ১ হাজার ২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩ হাজার ৪৪৭টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার। ৪১০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২১৩টি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ ও ১ হাজার ২৯২টি বিদ্যালয় সম্প্রসারণ। ৯ হাজার ৫৭৬টি বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ।
- নদী ভাঙ্গন এলাকায় ৫৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৫৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ। ৩৯৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ।
- প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধিতে ৭২ হাজার ৫৫৫টি অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, ১ লক্ষ ৫২ হাজার ১৫৭টি টয়লেট স্থাপন, ৪৬ হাজার ৫৭৫টি টিউবওয়েল স্থাপন, ১৮ হাজার ৭০৩টি বিদ্যালয় মেরামত।

- ৫৮টি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ও ৪৫৬টি উপজেলা শিক্ষা অফিস সম্প্রসারণ।
- ৩৯৭টি উপজেলা রিসোর্স সেন্টার নির্মাণ।
- ৫৩টি পিটিআই সম্প্রসারণ। পিটিআই বিহীন জেলায় ১২টি পিটিআই নির্মাণাধীন।
- ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠীর শিক্ষা নিশ্চিতকরণে দুর্গম পার্বত্য এলাকায় হোস্টেল সুবিধাসহ ১০টি স্কুল নির্মাণ।
- বিদ্যালয়বিহীন ১ হাজার ৫০০টি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণাধীন।
- ৫৩২ কোটি টাকা ব্যয়ে ২ হাজার ৬৭২টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৪১০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২১৩টি রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ এবং ১ হাজার ২৯২টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সম্প্রসারণ।
- বিদ্যমান বিদ্যালয়সমূহে ১৪ হাজার ৮৩৬টি অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ ও ৩৯৫টি প্রাথমিক-কাম-সাইক্লোন সেন্টার নির্মাণ এবং ৭ হাজার ১০৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত।
- আইসিটি বেইজড শিক্ষা উপকরণ তৈরীর কার্যক্রম অব্যাহত।
- ৫৫টি পিটিআই'তে আইসিটি ল্যাব স্থাপন। প্রতিটি পিটিআই এ ৪টি করে মাল্টিমিডিয়া সরবরাহ।
- ৫০৩টি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও ইন্টারনেট মডেম সরবরাহ।
- প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট ১ হাজার ১০৯টি দপ্তরে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান।
- শরীর ও মন গঠনে প্রতিটি বিদ্যালয়ে খেলাধুলার সুযোগ সৃষ্টি। উপকরণ সরবরাহ।
- ইউনিয়ন পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ছাত্রদের জন্য বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০১০ সাল থেকে এবং ছাত্রীদের জন্য বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০১১ সাল থেকে চালু।
- প্রায় ৬১ হাজার স্কুল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ।
- বিদ্যালয়ের পরিবেশ, লেখাপড়ার মান উন্নয়ন ও শিশুদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশে ১৩ হাজার ৫৮৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্টুডেন্ট কাউন্সিল গঠিত। সরাসরি ভোটের মাধ্যমে প্রতিটি বিদ্যালয়ে ৭ জন করে মোট ৯৫ হাজার ৮১ জন প্রার্থী নির্বাচিত।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ৮২ হাজার ৭২৫ জন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ। রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে ৪২ হাজার ৬১১ জন শিক্ষকের প্যানেল প্রণয়ন এবং ধাপে ধাপে নিয়োগ প্রদান। ২০ হাজার প্যারা শিক্ষক নিয়োগের কার্যক্রম গৃহীত। ৪৫ হাজার নতুন প্রাথমিক শিক্ষকের পদ সৃষ্টি।
- ৭৬ হাজার ৫৩৬ জন শিক্ষককে ১ বছর ব্যাপী সার্টিফিকেট-ইন-এডুকেশন প্রশিক্ষণ প্রদান।
- প্রথম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ৫৮ ধরণের শ্রেণী ও বিষয় ভিত্তিক টিচার্স গাইড প্রণয়ন ও বিতরণ।

- ৯ লাখ ৬৩ হাজার ৩৬৪ জন শিক্ষক ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বিভিন্ন পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান। ১০০ জন প্রধান শিক্ষক ও ১০০ জন শ্রেণী শিক্ষককে ব্রিটেনে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ১৬ হাজার ৫০০ প্রধান শিক্ষক, ৪৫ হাজার জন স্কুল পরিচালনা কমিটির সদস্য ও ১ হাজার ১০০ জন শিক্ষা কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান। ২০ হাজার শিক্ষককে কাব স্কাউট প্রশিক্ষণ প্রদান।
- শিক্ষকদের অবসর ও অন্যান্য ভাতা বৃদ্ধি।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (২০০৯-২০১২)

- নতুন প্রজন্মকে দক্ষ, জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত ও আলোকিত নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রণয়ন। নীতিমালা বাস্তবায়ন অব্যাহত।
- প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ও সমমানের শিক্ষার্থীদের জন্য বছরের প্রথম দিন বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ।
- ২০১৩ সালে প্রায় ২৭ কোটি বই বিনামূল্যে বিতরণ। ৪ বছরে প্রায় ৯২ কোটি বই বিতরণ।
- যুগোপযোগী কারিকুলাম উন্নয়ন, সময়োপযোগী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও পাঠদান পদ্ধতির মানোন্নয়ন।
- শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশব্যাপী অষ্টম শ্রেণীতে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন।
- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২০১০ সালে ২ কোটি ৭৬ লক্ষ ৬২ হাজার ৫২৯ জন থেকে ২০১৩ সালে ৩ কোটি ৬৮ লক্ষ ৮৬ হাজার ১৭২ জনে উন্নীত।
- মাধ্যমিক পর্যায়ে সহকারী শিক্ষকের পদমর্যাদা ৩য় শ্রেণী থেকে ২য় শ্রেণীর গেজেটেড পদে উন্নীত।
- ১ হাজার ৬২৪টি বেসরকারী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত।
- পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস ও স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতির পিতার অনন্য অবদান অন্তর্ভুক্তকরণ। মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরার জন্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রের ১৫ খণ্ডের ১টি করে সেট ১৭ হাজার ৬০৫টি স্কুল-কলেজে বিতরণ।
- মাধ্যমিক স্তরে ৪০ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে উপবৃত্তি প্রদান। ১ শতাংশ শিক্ষার্থীকে মেধাতালিকায় বৃত্তি প্রদান।
- মেয়েদেরকে শিক্ষায় উৎসাহিত করতে ২২ লক্ষ নারী শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত মেয়েদের বেতন মওকুফ। স্নাতক পর্যায়ে মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ।
- এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল ৬০ দিনের মধ্যে এবং জেএসসি পরীক্ষার ফলাফল ৩০ দিনের মধ্যে প্রকাশ। এসএসসি, এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল, শিক্ষক

নিয়োগ ও নিবন্ধন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ। ই-মেইল ও এসএমএস এর মাধ্যমেও ফলাফল জানার সুযোগ সৃষ্টি।

- প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক ই-বুকে পরিণত করে ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ। ২১ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া প্রতিষ্ঠা।
- ৯ হাজার মাধ্যমিক শিক্ষককে ডিজিটাল কনটেন্ট ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাশ রুম বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- সৃজনশীল প্রশ্নপত্র তৈরীর বিষয়ে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ৩ লক্ষ ৭৬ হাজার ৯৪২ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- শিক্ষা বৈষম্য দূর করতে দেশের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের ইংরেজী, গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে পাঠদান কার্যক্রম বিটিভি'র মাধ্যমে সারাদেশে সম্প্রচার।
- স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন প্রণয়ন। ১ হাজার কোটি টাকার ফান্ড গঠন।
- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় অতিরিক্ত ২০ মিনিট সময় প্রদান। দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নবনির্মিত একাডেমিক ভবনে প্রতিবন্ধীদের চলাচলের বিশেষ ব্যবস্থা সংরক্ষণ। শিক্ষা সহায়ক বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহ।
- অটিস্টিক শিশুদের উপযোগী একটি বিশেষায়িত অটিজম একাডেমী প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১ ফেব্রুয়ারী ২০১২ সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপনের উদ্বোধন শেষে গবেষণাকর্ম পরিদর্শন করেন।

- ১ হাজার ৬২৪টি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তকরণ।

- বেসরকারী নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা ৪ লক্ষ ৫৬ হাজার ৫৯০ জন। এমপিওভুক্ত এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন ভাতা বাবদ বার্ষিক ব্যয় ৫ হাজার ৫০০ কোটি টাকা।
- ২৬ হাজার ৪৭টি বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৪ লক্ষ ৫৬ হাজার ৫৯০ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে ৩০০ টাকা হারে চিকিৎসা ভাতা ও ৫০০ টাকা হারে বাড়ী ভাড়া প্রদান।
- কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৩ হাজার ২৫৪ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে ৩০০ টাকা হারে চিকিৎসা ভাতা ও ৫০০ টাকা হারে বাড়ী ভাড়া প্রদান।
- সকল বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহকারী গ্রন্থাগারিকদের এমপিওভুক্তকরণ।
- স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা ভাতার আওতাভুক্ত ১ হাজার ৫১৯টি প্রতিষ্ঠানে ৪ জন করে শিক্ষককে ১ হাজার টাকা হারে ভাতা প্রদান।
- মাধ্যমিক পর্যায়ে ১ হাজার ৯৩৭ জন শিক্ষক নিয়োগ।
- শিক্ষক নিবন্ধন এবং বেসরকারী শিক্ষকদের কল্যাণ ও পেনশন প্রদানে অনলাইন কার্যক্রম চালু।
- কোনো ধরণের ভোগান্তি ছাড়া অবসর সুবিধা বোর্ডের আওতায় ১৮ হাজার ২৫ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে ৪৫৫ কোটি টাকা অবসর সুবিধা প্রদান।
- কল্যাণ ট্রাস্টের আওতায় ১৬ হাজার শিক্ষককে ১৬৭ কোটি টাকার কল্যাণ ভাতা প্রদান।
- মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে ৭৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১ হাজার ভবন নির্মাণাধীন।
- মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার জন্য ১০০টি মাদ্রাসায় ভোকেশনাল শিক্ষা কোর্স চালু। ৩১টি সিনিয়র মাদ্রাসায় ৪টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু। ৩৫টি মাদ্রাসায় বিজ্ঞান ও কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন।
- মাদ্রাসা শিক্ষকদের বেতন ও মর্যাদা স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের সমপর্যায়ে আনয়ন। মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য বিএড প্রশিক্ষণ কোর্স চালু। পৃথক মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ।
- দাখিল ও আলিম স্তরে ৪৬ হাজার শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ৩ হাজার বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল, ১ হাজার মাদ্রাসা ও ১ হাজার ৫০০ বেসরকারী কলেজের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণাধীন। সরকারী-বেসরকারী ২ হাজার ৮০৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেরামত ও সংস্কার। সরকারী হাই স্কুল নেই এমন উপজেলাগুলোতে ৩০৬টি মডেল স্কুল স্থাপন।
- ৮৩টি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে ডাবল শিফট চালু। ২ হাজার শিক্ষকের পদ সৃষ্টি।
- ঢাকা শহরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে ৪৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬টি কলেজ ও ১১টি উচ্চ বিদ্যালয় নির্মাণাধীন। খুলনা বিভাগে ৩টি, বরিশাল বিভাগে ২টি ও সিলেট বিভাগে ২টি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ।
- কওমী মাদ্রাসার আলেমদের নিয়ে বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশন গঠন।

- ২৬৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দ্বিতল ভবন নির্মাণাধীন।
- শিক্ষার মান উন্নয়নে বছরের প্রথম দিন থেকে ক্লাশ শুরু। পরীক্ষার সময় এগিয়ে আনা। ৬০ দিনের মধ্যে এসএসসি, এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশ এবং পরবর্তী ভর্তি প্রক্রিয়া সংক্ষিপ্ত ও দ্রুততরকরণ।
- কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে সমাজে গ্রহণযোগ্য, আকর্ষণীয় ও মর্যাদাশীল করার লক্ষ্যে এবং সমস্যা সমাধান ও করণীয় চিহ্নিতকরণে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন।
- নিজস্ব জমির উপর কারিগরি অধিদপ্তরের কার্যালয় স্থানান্তর।
- ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং এ অনলাইনে ভর্তি পদ্ধতি চালু।
- ১ হাজার ২৪৫টি বেসরকারী কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০ হাজার ২১৯ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে এমপিওভুক্তকরণ। ১৫৪টি বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ ও ১২৮টি ভোকেশনাল স্কুল এমপিওভুক্তকরণ।
- বিশ্বের বিভিন্ন দেশের চাকুরী বাজারের চাহিদা ও সামঞ্জস্য রেখে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় টেলিকমিউনিকেশন টেকনোলজী, মাইনিং এন্ড মাইন সার্ভে টেকনোলজী, ইলেকট্রো-মেডিক্যাল টেকনোলজী, গার্মেন্টস ডিজাইন এন্ড প্যাটার্ন মেকিং টেকনোলজী, এনভায়রনমেন্টাল টেকনোলজী কোর্স চালু।
- ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট ও বরিশালে আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয় স্থাপন।
- সরকারী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোতে ডাবল শিফট চালু। ডিপ্লোমা স্তরের ২৬টি প্রতিষ্ঠানে ২য় শিফট চালু। আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৪ হাজার ১৬০টিতে উন্নীত।
- চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও মৌলভীবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন ও শিক্ষা কার্যক্রম শুরু।
- তেজগাঁও কলেজ অব টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজী টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত।
- উপজেলা পর্যায়ে ১০০টি টেকনিক্যাল স্কুল এবং ২৩টি জেলা ও ৩টি বিভাগীয় শহরে ১টি করে মহিলা পলিটেকনিক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ।
- ৭৯৫টি নতুন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালুর অনুমতি প্রদান।
- ৬৪ হাজার শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান এবং ১ লক্ষ ৬০ হাজার শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ।
- সিলেট, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ও বরিশালে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন।
- কারিগরি ডিপ্লোমাধারীদের জন্য ঢাকা ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজী স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ।
- কারিগরি শিক্ষা প্রসারে ৩ হাজার ৬০০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান। ৩২ হাজার শিক্ষার্থীকে ৮০০ টাকা করে বৃত্তি প্রদান।

- শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ আরও স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করার লক্ষ্যে ১টি পৃথক বেসরকারী কর্ম কমিশন গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধে নীতিমালা প্রণয়ন।
- উচ্চশিক্ষা বিস্তারে ঢাকা ইউনিভার্সিটি অব প্রফেসনালস্, রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় এ ৭টি নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ নভেম্বর ২০১২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তন, বঙ্গবন্ধু টাওয়ার, রোকেয়া হলের ৭ মার্চ ভবন ও ফার্মেসী ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, নবনির্মিত কবি সুফিয়া কামাল হল, সামাজিক বিজ্ঞান ভবন, জগন্নাথ হলের সন্তোষ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভবন এবং উচ্চতর মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র ভবনের উদ্বোধন করেন।

- বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৪টি। মোট শিক্ষার্থী ১ লক্ষ ৯০ হাজার ২০০ জন। এর মধ্যে নারী ২৯ শতাংশ।
- দেশের ডিগ্রী কলেজগুলো পরিচালনায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সামর্থ্য ও কার্যকরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্তকরণ।
- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় ডিগ্রী কলেজ পর্যায়ে মোট শিক্ষার্থী ১২ লক্ষ ৫০ হাজার।

- কর্মজীবী ও উচ্চশিক্ষা বঞ্চিতদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিতে দূরশিক্ষণ নির্ভর বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২ লক্ষ ৪৮ হাজার ৫১৪ জন। এর মধ্যে নারী ৪২ শতাংশ।
- ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ায় রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুরে ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি ও চট্টগ্রামে মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণাধীন।
- খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ।
- মানসম্মত শিক্ষাদানের সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়ন। এ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল ফর প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ প্রবিধানমালা প্রণয়ন।
- ৯টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। বর্তমানে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬৩টি। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২ লক্ষ ৮০ হাজার ৮২২ জন। এর মধ্যে নারী ২৫ শতাংশ।
- বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এসব বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর বিভাগ চালু।
- শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি ও গবেষণা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চীনের ইউনান প্রদেশ, শ্রীলঙ্কা এবং বেলারুশের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত।
- চীনের ইউনান প্রদেশের মানসম্মত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালগুলোতে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি। ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের মধ্যে কৃতি ২০ জনকে ফুল স্কলারশীপ প্রদানের ব্যবস্থা।
- ৬৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭১টি কলেজে একাডেমিক কাম পরীক্ষা হল, শিক্ষার্থীদের আবাসিক হল ও ল্যাব নির্মাণাধীন।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের জন্য কবি সুফিয়া কামাল হল, জগন্নাথ হলের সন্তোষ চন্দ্র ভট্টাচার্য ভবন, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ভবন এবং উচ্চতর মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র নির্মাণ এবং কর্মচারীদের আবাসিক ভবন বঙ্গবন্ধু টাওয়ার, রোকেয়া হলের ৭ মার্চ ভবন ও ফার্মেসী ভবন নির্মাণাধীন।
- ইডেন কলেজে ১ হাজার আসন বিশিষ্ট ছাত্রীনিবাস নির্মাণ। একাডেমিক কাম পরীক্ষা হল এবং মিলনায়তন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ।
- সমুদ্রসম্পদ অনুসন্ধান, উত্তোলন, ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণে দক্ষ জনবল তৈরীর লক্ষ্যে ২টি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমুদ্র বিজ্ঞান বিষয়ে পৃথক কোর্স চালু।
- বিশ্ববিদালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান এবং অনুন্নত অঞ্চলের গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের ভর্তির জন্য ৬ শতাংশ আসন সংরক্ষণ। বিনা বেতনে শিক্ষার সুযোগ প্রদান।
- ৪ হাজার ১৯৮টি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে প্রতিবেদন প্রদান।
- বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে ইউনেস্কো সদস্য পদ লাভ করে। বিএনপি-জামাত জোট সরকারের আমলে সদস্য দেশ হিসাবে চাঁদা না দেওয়ায় বাংলাদেশ শিক্ষা উন্নয়নে ইউনেস্কোর সুবিধা প্রাপ্তি

থেকে বঞ্চিত হয়। বর্তমান সরকার আবার নিয়মিত চাঁদা প্রদান শুরু করে। সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়। বাংলাদেশ ২ বছরের জন্য ইউনেস্কোর নির্বাহী সদস্য পদ লাভ করে।

- **১৯৯৬** সালের আওয়ামী লীগ সরকারের জাতিসংঘের উত্থাপিত প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ইউনেস্কো **১৯৯৯** সালে **১৭** ডিসেম্বর আমাদের মহান একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে ঘোষণা দেয়। তারপর থেকে বিশ্বব্যাপী দিবসটি পালিত হচ্ছে।
- বাংলা ভাষাসহ বিশ্বের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর ভাষা সংরক্ষণ ও গবেষণার লক্ষ্যে ২০১০ সালে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আইন প্রণয়ন।
- ৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট নির্মাণাধীন। এ পর্যন্ত ৪৩টি দেশের ভাষার অক্ষর ইনস্টিটিউটের যাদুঘরে সংরক্ষণ।
- শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক শিক্ষার্থীদের নিবন্ধন, পরীক্ষার ফর্ম পূরণ, ই-মেইলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল প্রেরণ, ওয়েবসাইটে প্রকাশ, পরীক্ষার ফল পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন অনলাইনে সম্পাদন।
- কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি, শিক্ষক নিবন্ধনসহ সকল কাজ অনলাইনের মাধ্যমে সম্পাদনের সুযোগ সৃষ্টি।
- যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে পরীক্ষা সেন্টার, মডারেটর ও পরীক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে ডাটা সেন্টার তৈরী। অন্যান্য বোর্ডেও এ কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন।
- জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমীতে **১১** হাজার ৬৩৮ জন শিক্ষক ও কর্মকর্তাকে ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন শিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ।